**পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স, রাজারবাগ, ঢাকা, ২২ ফাল্গুন ১৪২০, ৬ মার্চ ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

আইজিপি ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষ্যে উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল প্যারেড প্রদর্শন করায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

তাঁর এই নির্দেশ পেয়ে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ত্ততি নিতে শুরু করে। পাশাপাশি পুলিশ, আনসার, বাঙালি সেনাসদস্য, ইপিআরসহ সব পেশার মানুষও মুক্তিযুদ্ধে এগিয়ে আসে। ২৫শে মার্চের কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নির্ভীক, দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যগণ। জানা-অজানা অনেক পুলিশ সদস্য শহীদ হন। তাদের এই আত্মত্যাগ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই চার জাতীয় নেতা এবং ৩০ লক্ষ শহীদকে। সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের প্রতি সহানুভূতি জানাই।

সুধিমন্ডলী,

দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক বাংলাদেশ পুলিশ। গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, জামাত-শিবির ও তাদের দোসররা বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের জঙ্গী-সন্ত্রাসী বাহিনী সারাদেশে হরতাল ও অবরোধের নামে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। তারা দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল।

পুলিশ সদস্যগণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। জনমনে স্বস্তি ও আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। জনগণের জানমাল রক্ষা করেছে। তা করতে গিয়ে তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। ১৬ জন প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমাদের সরকার এসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সার্বিক কল্যাণে সম্ভব সবকিছুই করবে।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও পুলিশ সদস্যরা সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। নারী পুলিশ সদস্যরা প্রশংসা কুড়িয়েছেন। দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

সুধিমন্ডলী,

পশ্চাৎমুখী দেশকে উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। বিগত পাঁচ বছরে দেশের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। দারিদ্র্য বিমোচন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, কৃষকের বাড়িগুলোকে খামারে পরিণত করা, যোগাযোগ, দেশকে ডিজিটালকরণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। একটি সুখী, সমৃদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত জাতি গঠনে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি।

আমরা ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছি। রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে। অর্থনীতির গতি বেড়েছে। কৃষি উন্নয়নের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পুলিশসহ দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষই এ সাফল্যের অংশীদার।

বাংলাদেশের এ  উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে দেশী বিদেশী অশুভ চক্র তৎপর রয়েছে। সহিংসতা, নাশকতা, পুড়িয়ে মানুষ মারা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করা কোন দেশপ্রেমিক মানুষের কাজ নয়। তারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পারেনি। তারা একাত্তরেও পরাজিত হয়েছিল। তারা পঁচাত্তরে নেক্কারজনক হত্যাকান্ড চালিয়েছে। কিন্তু ‘‘ভাইয়েরা আমার'' সেই আহ্বানটি বাঙালি জাতির মন থেকে মুছে দিতে পারেনি।

বাঙালি জাতি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লাখো বাঙালি শহীদ হয়েছিল। সে আদর্শ ও মূল্যবোধকে আমরা অক্ষুন্ন রাখবো। তাই এ অশুভ শক্তির নৃশংসতা, ধ্বংসযজ্ঞ, পাশবিকতা, জঙ্গীবাদ জনগণ আর দেখতে চায় না। জনগণ চায় একটি সুখী, সুন্দর, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ। আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা পুলিশকে আধুনিক ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি। ইতোমধ্যেই পুলিশ বিভাগে ৬১৪টি ক্যাডার পদসহ ৩০ হাজার ৮৩৩টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল পাচ্ছে।

এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণী এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর পদে উন্নীত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। আইজিপি'র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় এবং ২টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে। এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার গঠন এবং সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ৩০ শতাংশ ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে।

আমরা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। আইন-শৃঙ্খলা খাতে অর্থ বরাদ্দকে আমরা বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করি। পুলিশসহ প্রতিটি খাতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

নিরাপত্তা ও অপরাধের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের আধুনিকায়ন অব্যাহত থাকবে। পুলিশের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য নতুন জনবল নিয়োগ অব্যাহত আছে।

স্বাধীনতা বিরোধীদের যে কোনো নাশকতা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজম গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জঙ্গী ও অপরাধীদের সাথে হাত মেলালে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। যে পর্যায়ের ব্যক্তিই হোক দোষীদের রেহাই দেয়া হবে না।

পুলিশ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রধান ভরসা। তাই প্রতিটি থানা ও ফাঁড়িকে জনগণের প্রকৃত আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি ও গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

জনসেবা নিশ্চিত করতে আমরা থানাগুলো সংস্কার করবো। যাতে পুলিশ জনগণের বন্ধু হিসেবে তাদের পাশে থাকতে পারে। যাতে তারা জনগণের সমস্যা আন্তরিকভাবে ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে। গ্রামের মানুষের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

আমরা প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আজকাল জঙ্গী-সন্ত্রাসীরা অপরাধ সংগঠনে কম্পিউটারসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এসব অপরাধ দমনে প্রশিক্ষণ-মডিউল ও কৌশল ঢেলে সাজানো হচ্ছে। চুরি-ডাকাতি, হত্যা-রাহাজানি বন্ধ করার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার, পণ্য চোরাচালান ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধ, এমনকি জলজ ও বনজ সম্পদ এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে সেভাবেই গড়ে তোলা হচ্ছে।

পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে যারা ভূষিত হলেন তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পদক আপনাদের কাজের স্বীকৃতির পাশাপাশি আপনাদেরকে ভবিষ্যতেও প্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এবার আমরা রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করছি। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে নিয়ে যাবো।

এজন্য দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা অত্যন্ত জরুরী। আর এতে পুলিশের ভূমিকা মুখ্য। সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে পুলিশের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। অবদান রাখতে হবে। উন্নয়নের শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়ে আমরা জাতির  পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। এ আশা ব্যক্ত করে আমি বাংলাদেশ পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।